এশিয়ায় কালো থাবা

সাইমুম সাদী

এই বইয়ের কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো ঘটনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

১

কালো রাত।

রাতের পর্দা ভেদ করে তীব্র গতিতে ছুটে চলছে জিপ।

স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠে এসেছে ১৭০-এর ঘরে। গর্জন তুলে ছুটছে সোজা লক্ষ্যপানে।

পেছনে সোজা হাইওয়ে ধরে তুমুল বেগে ছুটে আসছে আরেকটি গাড়ি। ভেতরে ফুল লোডেড উইপন হাতে বসে আছে পাঁচজন মানুষ। লক্ষ্য সামনের গাড়িকে ধরা।

জায়গাটা রুশ প্রজাতন্ত্রের অধীনে দাগেস্তানের প্রাচীন শহর ডারবান্ট থেকে ১১০ মাইল উত্তরে।

কয়েক মিনিটের রাইডে উভয় গাড়ির মধ্যকার ব্যবধান কমে এলো। অস্ত্রধারী জিপটি সামনের জিপের প্রায় কাছাকাছি। এই গতিতে আর কিছুক্ষণ চললে সামনের জিপকে ধরেই ফেলবে।

সামনের গাড়িতে বসে আছেন দুজন। একজন ফ্রি ককেশাশ মুভমেন্টের সেক্রেটারি জেনারেল মিখাইল আহমদভ, অপরজন তার বন্ধু কর্নেল কাদিরভ। অবশ্য আহমদভের আরেকটা পরিচয় আছে।

তিনি ককেশাস অঞ্চলের স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রনায়ক ইমাম শামিলের বংশধর; চতুর্থ পুরুষ। আর কর্নেল কাদিরভ রুশ সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা।

গাড়ি চালাচ্ছেন কর্নেল কাদিরভ।

পেছনের গাড়িটা রুশ চরমপন্থি-গোষ্ঠী ব্ল্যাক আর্মির। নিষ্ঠুরতার অপর নাম যেন ব্ল্যাক আর্মি; মৃত্যু আর বিভৎসতা তাদের প্রিয় দুটি শব্দ। প্রতিপক্ষকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দিতে তাদের জুড়ি নেই।

কর্নেল কাদিরভের ওয়ারলেসে কিছু কোডেড ম্যাসেজ জমা হলো। বুঝলেন—পেছনের গাড়ির আরোহীরা নিজেদের মধ্যে ওয়ারলেস বার্তা আদান-প্রদান করছে। কোডেড ম্যাসেজ-এর ধরনে তিনি নিশ্চিত—ওরা ব্ল্যাক আর্মির লোক।

কর্নেল কাদিরভ রুশ সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কাজ করেছেন। তার কাছে এসব কোড অনেকটা ডাল-ভাতের মতোই।

ব্ল্যাক আর্মির সঙ্গে ফ্রি ককেশাস মুভমেন্টের শত্রুতা শুরুতে তেমন ছিল না। কিন্তু ব্ল্যাক আর্মির কারণেই দিনে দিনে তা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। সংগত কোনো কারণ ছাড়াই তারা যখন-তখন হামলা করে বসে। এ কাজে রুশ সরকারও তাদের সহায়তা করে। কারণ, ফ্রি ককেশাস মুভমেন্টেকে নিশ্চিহ্ন করতে রাশিয়ার জন্য ব্ল্যাক আর্মিই বড়ো হাতিয়ার।

ফ্রি ককেশাসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। সম্মেলনে যোগদানের জন্য রওয়ানা হয়েছেন সামনের সারির এই দুই নেতা। কিন্তু সংবাদটি আগেই ব্ল্যাক আর্মির কানে পৌঁছেছে। তারা দুই নেতাকেই হত্যার পরিকল্পনা এঁটে ফেলেছে। ওত পেতে ছিল রাস্তায়, গাড়ি দেখামাত্রই পিছু নিয়েছে।

ব্ল্যাক আর্মির স্টাইল সরাসরি হিট। শত্রুকে নিয়ে কুসুমকোমল লড়াইয়ে নেই তারা। তাদের চোখে শত্রুর শাস্তি একটাই—পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা। হয় ব্ল্যাক আর্মির বশ্যতা স্বীকার করো, নয়তো জীবন দিয়ে ওপাড়ে চলো যাও। এই পৃথিবী কেবলই ব্ল্যাক আর্মির!

পেছনের গাড়ি ধেয়ে আসছে।

'সামনেও কি তাদের কোনো গাড়ি আছে?' প্রশ্ন আহমদভের।

ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন কর্নেল কাদিরভ।

'থাকতেও পারে। যদি তাদের পূর্বপরিকল্পনা থাকে, তবে শীঘ্রই হয়তো তাদের দেখা পাব। এর বিপরীত হলে স্বল্প সময়ে নতুন করে জড়ো করা কঠিন।'

'কর্নেল, তুমি কি চিনতে পেরেছ ওদের?' জিজ্ঞাস করলেন আহমদভ।

'ওরা ব্ল্যাক আর্মির লোক। কোডেড ম্যাসেজ তা-ই বলছে।' বললেন কাদিরভ।

'তাহলে তো লড়াইয়ে নামতেই হচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য কী কী আছে তোমার গাড়িতে?' জানতে চাইলেন আহমদভ।

'তেমন কিছু নেই। একটা আমেরিকান এসল্ট রাইফেল এবং দুটো কালাশনিকভ আছে।' উত্তর দিলো কাদিরভ।

'কোনো গ্যাসবোমা আছে কি?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন আহমদভ।

'সরি মি. আহমদভ, এই মুহূর্তে নেই।'

একটু থেমে বললেন আহমদভ–'চিন্তার কিছু নেই, আল্লাহর ওপর ভরসা করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।'

'আমি সব সময়-ই প্রস্তুত থাকি জনাব, তবে চিন্তা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে। আপনি আমাদের নেতা। আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্যই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কতটুকু পারব, সেটাই এখন মুখ্য বিষয়।'

'আল্লাহর মর্জির ওপর সন্তুষ্ট থেকো।' অভয় দিয়ে বললেন আহমদভ।

পেছনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে পরিস্থিতি কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন আহমদভ। তারপর সোজা হয়ে বসে কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করলেন– 'লড়াইয়ের প্লানিং নিয়ে কী ভাবলে?'

'এখনও ভাবছি জনাব।'

'কর্নেল, আমাদের খবর তারা পেল কীভাবে? আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, সেটা তো ঊর্ধ্বতন কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না!' কপালে ভাঁজ তুলে প্রশ্ন করলেন আহমদভ।

'দুই কারণে তারা আমাদের খবর পেতে পারে। সম্ভবত তারা আমাদের ওয়ারলেস কোড বুঝে ফেলেছে। এটা হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি, অথবা আমাদের মধ্যে কেউ তাদের জানিয়ে দিয়েছে। এটার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম।' সোজা-সাপটা উত্তর দিলেন কাদিরভ।

'তুমি তো রুশ সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। তোমার কী মনে হয়, কোনটা ঘটার সম্ভবনা বেশি?' সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন আহমদভ।

ঠুস...

গুলির শব্দ। গাড়ির গ্লাসের পাশ ছুঁয়ে একটা বুলেট চলে গেল বলে মনে হলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই আরেকটা গুলি। এভাবে আরও কয়েকটা এলোপাতাড়ি গুলি। আচমকা আক্রমণে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হারিয়ে ফেললেন কাদিরভ। চিৎকার করে বলে উঠলেন–'হেড ডাউন!'

রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত জিপটি কয়েকবার ঢেউ খেলে গেল।

পেছনের গাড়ি মাত্র ৩০০ মিটার দূরত্বে চলে এসেছে। পেছন ফিরে একটি কালাশনিকভ থেকে কয়েকটি পালটা গুলি ছুড়লেন আহমদভ।

মুহূর্তেই স্টিয়ারিং-এর ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আহমদভের দিকে একবার পলক ঘুরিয়ে নিলেন কাদিরভ।

'মি. আহমদভ, আপনি ঠিক আছেন তো?' উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন!

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি ঠিক আছি। আশ্চর্য না হয়ে পারছি না, আমাদের তথ্য এরা জানল কীভাবে?' আহমদভের আবারও সচকিত প্রশ্ন।

সামনের দিকে চোখ রেখে স্পিড আরও বাড়িয়ে দিলেন কাদিরভ। বেশ নির্মোহ স্বরে উত্তর ছুড়ে দিলেন, 'সরি মি. আহমেদভ। এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি– দ্বিতীয়টি ঘটার সম্ভবনাই প্রবল। আমাদেরই কেউ তাদের তথ্য দিয়েছে।'

যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন আহমদভ। মুহূর্তেই সব কথা হারিয়ে গেল। অন্যরকম একটা বিষাদে তার হৃদয়াকাশ ছেয়ে গেল। অন্ধকারে সেটা দেখা না গেলেও কাদিরভ ঠিকই বুঝতে পারলেন।

আবারও একটা শব্দ। ঠুস!

আচমকা সশব্দে পেছনের গ্লাস ভেঙে পড়ল। কাদিরভ পেছন ফিরে দেখলেন—ব্ল্যাক আর্মির গাড়ি বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। গুলিতে পেছনের পুরো অংশটাই ভেঙে পড়েছে। এবার নিজের এসল্ট রাইফেল হাতে নিলেন। জানালা দিয়ে এক হাত বের করে পেছনের গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছুড়লেন।

সামনে তাকাতেই দেখলেন, বিপরীত দিক থেকে একটা বড়ো লড়ি বরাবর তাদের দিকেই আসছে। মুহূর্তেই লুকিং গ্লাস দেখে নিলেন, পেছনের গাড়িটি এখনও ৩০০ মিটার দূরত্বে অবস্থান করছে।

একটু স্থির হলেন কাদিরভ।

দুটো গাড়ির আনুপাতিক দূরত্ব বিচার করলেন। এমন পরিস্থিতিতে সঠিক জাজমেন্ট খুব জরুরি। কোন গাড়িকে আগে মোকাবিলা করতে হবে, প্রথমে তা ঠিক করে নিতে হবে। এলোমেলো দুঃসাহস কাজে আসে না। সাহসের সাথে সিদ্ধান্তের সমন্বয় হলেই ফল ঘরে ওঠে।

এবার জানালার ফাক দিয়ে রাইফেলটা সামনের দিকে তাক করলেন। লক্ষ্য লড়ির টায়ার।

ঠুস!

গুলিবৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল বলে মনে হলো।

চাকা বাস্ট হওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝ বরাবর এসে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থামল লড়িটি। শক্ত ব্রেকের জোরে মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে কোনো রকমে বেঁচে গেল পেছনের জিপটি। দুই জিপের মাঝে লড়িটি যেন দেয়াল তুলে দিলো।

কর্নেল কাদিরভ জিপের হেডলাইট অফ করলেন। গতি সামান্য স্লো করে ঝট করে ঘুরিয়ে নিলেন ডান পাশের ছোটো রোডে। প্রায় উলটে যেতে যেতে গাড়িটি স্থির হলো। চলতে লাগল সম্মুখপানে।

পেছনে তাকালেন কাদিরভ। জিপটিকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে তারা যে আবার আসবে—এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

চুপ করে আছেন আহমদভ। কোনো কথা বলছেন না। সিটে কিছুটা থিতু হয়ে নেতার দিকে নজর দিলেন কাদিরভ। জিজ্ঞেস করলেন– 'মি. আহমদভ, আপনি ঠিক আছেন তো?'

কোনো উত্তর নেই।

আবারও প্রশ্ন– 'আপনি ঠিক আছেন তো আহমদভ?'

গাড়ির মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলেন কাদিরভ। আহমদভের শরীর থেকে রক্তে চুয়ে ভেসে যাচ্ছে গাড়ির ফ্লোর।

চেঁচিয়ে উঠলেন কাদিরভ– 'মি. আহমদভ! গুলি কোথায় লেগেছে?'

এবারও কোনো উত্তর নেই।

থতমত খেলেন কাদিরভ। এখন কোন কাজটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? আহমদভের চিকিৎসা, নাকি শত্রুদের সামলিয়ে নেওয়া? খানিক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিলেন—আহমদভের চিকিৎসার আগে শত্রুদের দফারফা করা দরকার।

হাইওয়েতে জার্নির সময় কয়েক গ্যালন পেট্রোল সব সময়ই সঙ্গে রাখেন কাদিরভ।

চলন্ত অবস্থায় একসঙ্গে কয়েকটি গ্যালনের মুখ খুলে জানালার পাশ দিয়ে নিচের দিকে ধরে রাখলেন। পেট্রোল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলল। প্রায় অর্ধ কিলোমিটার রাস্তায় পেট্রোল ছড়িয়ে আসার পর থামলেন তিনি।

রাস্তার থেকে একটু দূরে আড়ালে নিঃশব্দে গাড়ি পার্ক করলেন। মিখাইল আহমদভকে ধীরে ধীরে নামিয়ে রোডের নিচে কার্পাস খেতের একটি গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন। আহমদভের কাঁধে ও গলায় গুলি লেগেছে। কাদিরভ নিজের শার্ট ছিঁড়ে তার কাঁধ ও গলায় পট্টি বাঁধলেন, যেন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না।

তারপর উঠে এলেন রোডে।

ব্ল্যাক আর্মির গাড়িটি এদিকেই আসছে। একটি গাছের আড়ালে পজিশন নিলেন কাদিরভ। এসল্ট তাক করলেন রাস্তার কনক্রিটের দিকে।

জিপটি জায়গা মতো আসতেই গুলি ছুড়লেন পিচঢালা পথের কংক্রিটের ওপর। তপ্ত বুলেটের সঙ্গে ঘষা খেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল পেট্রোলভেজা পথ।

অর্ধ কিলোমিটার জুড়ে রোড পরিণত হলো একটা অগ্নিগোলকে। মুহূর্তেই প্রচণ্ড শব্দে গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। সেই আগুনে জীবন্ত কিমা হয়ে গেল ব্ল্যাক আর্মির অস্ত্রধারীরা।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর কাদিরভ ফিরে এলেন মিখাইল আহমদভের নিকট। জনমানবহীন রোডে তার চিকিৎসা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

ওয়ারলেসে ফ্রি ককেশাস মুভমেন্টের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু এখানে পৌঁছতে তাদের কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। এতক্ষণ আহমদভকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন।

ক্ষীণ কণ্ঠে কাদিরভকে কাছে ডাকলেন আহমদভ। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে তার। কাছে আসতেই বললেন– 'আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি হয়তো আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দিতে যাচ্ছেন। আমাকে নিয়ে পেরেশান হয়ো না কাদিরভ; বরং তোমাকে কিছু জরুরি কথা বলি শোনো।'

'ভেঙে পড়বেন না মি. আহমদভ, আল্লাহ চাহে তো আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।' অভয় দিয়ে বললেন কাদিরভ।

'আমার সময় বেশিক্ষণ নেই। বৃথা চেষ্টা করো না কাদিরভ। আমি আল্লাহর দিদারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সারাজীবন আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ ইমাম শামিল এবং বাবার মতো শহিদি মৃত্যু চেয়েছিলাম। আল্লাহ হয়তো কবুল করেছেন। আমার এই মৃত্যু নিঃসন্দেহে অনেক মর্যাদার। তোমরা ফ্রি ককেশাস আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ককেশাস থেকে ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিদায় করার জন্য যে বলশেভিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।' ধরা কণ্ঠে বললেন আহমদভ।

ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসছে আহমদভের কণ্ঠস্বর।

'তুমি শুধু আমার সহকর্মীই নও; ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও একজন। সর্বাবস্থায় তোমার পরামর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমার দুটি সন্তান রয়েছে, তুমি জানো। মেয়েটি মদিনায় একটি ইউনিভার্সিটিতে সদ্য ভর্তি হয়েছে। সেখানে মায়ের সাথেই থাকে। আর ছেলেটার বয়স সবে ছয় বছর। মেয়েকে দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করবে। আর ছেলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমার স্ত্রীর। তার পড়াশোনার খরচ আমার স্ত্রীর কাছে জমা আছে। আমার স্ত্রীর ফোন নাম্বার ০০৯৬৬...'

কাদিরভের চোখ পানিতে ভরে গেল। পরম মমতায় নেতার মাথা কোলে টেনে নিলেন। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

'ভেঙে পড়ো না কাদিরভ। আমার ছোটো সন্তান হাসান সাদিকের প্রতি যতটুকু পারো নজর রেখ। সর্বদা তাকে মনে করিয়ে দেবে—তার শরীরে ইমাম শামিলের এবং তাঁর উত্তরপূরুষদের শহিদি রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যে মুক্তি আমরা দেখে যেতে পারিনি, আমার সন্তান যেন সেই মুক্তির জন্য কাজ করে যায়। ফ্রি ককেশাসের সেন্ট্রাল অফিসে আমার ড্রয়ারে একটি নোটবুক আছে। সেটা তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ো। আমার মৃত্যুর পর তুমি হবে তাদের অভিভাবক।' বিরতিহীনভাবে বলে গেলেন আহমদভ।

'আপনি বেঁচে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রি ককেশাসের লোকজন পৌঁছে যাবে। আপনি ছাড়া আমরা যে অভিভাবকহীন!' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন কাদিরভ।

'হতাশ হয়ো না কাদিরভ। কোনো আদর্শিক আন্দোলন নেতৃত্বশূন্য থাকে না। একজন চলে গেলে আল্লাহই তার স্থান পূরণ করে দেন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে এ পৃথিবীতে পা রেখেছি। আমার শাহাদাতের পর লাশ এই বিজন কার্পাস খেতেই দাফন করবে।' বলতে বলতে আহমদভের কণ্ঠস্বর প্রবলভাবে জড়িয়ে এলো।

কিছুক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়ে আহমদভ বললেন– 'ফ্রি ককেশাস মুভমেন্টের ভাই-বোনদের কাছে আমার সালাম জানাবে। আমাকে ক্ষমা করে দিতে বলবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ককেশাসের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি– এই তৃপ্তি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। তোমরা আন্দোলন সমুন্নত রাখবে। আমি চললাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...'

চিরদিনের মতো থেমে গেল আহমদভের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। অন্ধকার রাতে জনমানবহীন হাইওয়ের পাশে কার্পাস খেতের ভেতর বিশ্বস্ত সহকর্মীর কোলে মাথা রেখে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চলে গেলেন ককেশাসের মুক্তি-সংগ্রামের এই বীরপুরুষ। কাদিরভ আকাশের দিকে তাকালেন। নিকষ কালো আঁধার চিড়ে কী যেন দূর আকাশে জ্বলছে। প্রিয় নেতার নিশ্চুপ মুখ অনেক বার্তা যেন দিয়ে যাচ্ছে। নীরবতারও কি ভাষা আছে?

কতক্ষণ এভাবে বসে ছিলেন কাদিরভের মনে নেই। পুলিশের গাড়ির সাইরেনে ধ্যান ভাঙল তার। শহিদ নেতার লাশ কাঁধে নিয়ে চলে গেলেন কার্পাস খেতের আরও গভীরে। কিছুক্ষণ পর ককেশাস কর্মীদের পরিচিত সিগন্যাল শোনা গেল। বেরিয়ে এলেন তিনি। নেতার মরদেহ জানাজা শেষে কার্পস খেতের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

কার্পাস খেতের চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর দশজন জীবিত মানুষ একজন শহিদের লাশ সামনে রেখে জানাজার জন্য কাতারবন্দি হলো। জানাজা নামাজে ইমামতি করছেন স্বয়ং কাদিরভ।

নামাজ শুরু করার আগে ঘুরে দাঁড়ালেন কাদিরভ। চোখের অশ্রু মুছে বললেন–

'বিপ্লবী ভাই সকল! আমরা আজ এমন এক ব্যক্তির জানাজার জন্য সমবেত হয়েছি, যিনি কিছুক্ষণ আগে শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের নেতা, আমাদের ভাই, আমাদের রাহবার এবং ককেশাসের সিংহ ইমাম শামিলের রক্তের উত্তরাধিকারী। সারা জীবন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ককেশাসের মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে গেছেন।

তার এই গৌরবদীপ্ত মৃত্যুতে ফ্রি ককেশাস মুভমেন্ট আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।'

কথাগুলো বলে উপস্থিত সকলের চোখেমুখে গভীর ভাবে তাকালেন কাদিরভ। তারপর বললেন– 'ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোনো কাফেলার মূল নেতা শাহাদাতবরণ করেন, আল্লাহ পাক তখন তাদের বিজয় দান করেন। এই অন্ধকার বিজন কার্পাস খেতে আমাদের প্রিয় নেতার লাশ দাফনের মধ্য দিয়ে গোটা ককেশাস অঞ্চলেই বিজয়ের নতুন সূর্য উদিত হবে ইনশাআল্লাহ।' সবাই সমস্বরে বলে উঠল– 'ইনশাআল্লাহ'।

কাদিরভ মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুড়লেন। বললেন– 'হে আকাশের মালিক, আমাদের যোগ্যতা, সাহস, হিম্মত ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দাও। এ জমিনে তোমার দ্বীনের মশালকে প্রজ্বলিত রাখার মতো শক্তি দাও। জাহেলিয়াতের আঁধার চিড়ে ইনসাফ ও সাম্যের সোনালি ভোর এনে দাও মাবুদ।'

কাদিরভ শহিদ নেতার পাশে বসে পড়লেন। হাতের পরশে কপালে লিখে দিলেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এক ফোঁটা রক্ত আঙুলে তুলে নিলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'আমরা থামব না, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম লড়াই চালিয়ে যাব।'

দশজন মানুষের কাফেলা। আরেকটু দূরে গিয়ে দাফন করা হবে শহিদ নেতাকে। ধীর পায়ে এগোচ্ছে সে কাফেলা...

বরাবরের মতো আজকের স্বপ্নটাও দীর্ঘ হলো না হাসান সাদিকের। বাবার কবরটা ঠিক কোথায়, তা আর দেখা হলো না। একটা কোমল স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই এক মধ্যবয়সি নারীকে তার পাশে আবিষ্কার করল। তিনি বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এ স্পর্শ মায়ের মতো মমতাময়ী।

ধড়ফড় করে উঠে বসল হাসান সাদিক। প্লেন থেকে নামার পর ওয়েটিং রুমের সোফায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝতেই পারেনি। 'টুরিস্ট কান্ট্রি' নামে খ্যাত রোসায় সে দেড় ঘণ্টা আগে ল্যান্ড করেছে। এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছিল।

বাবার গল্পগুলো হৃদয়ে এত বেশি গেঁথে রয়েছে, মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার একটা গতিশীল চিত্র তৈরি করে নিয়েছে। অবসর পেলেই বাবার স্মৃতিগুলো মাথার ভেতর সেলুলয়েডের ফিতার মতো ঘুরতে থাকে।

ততক্ষণে প্লেনের অন্যান্য যাত্রীরা বেরিয়ে গেছে।

'আর কতক্ষণ ঘুমাবে? যাবে না? যাত্রীরা সবাই তো ইমেগ্রেশন সেরে চলে গেছে!' কোমল কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা।

মহিলার দিকে সতর্ক নজরে তাকাল হাসান সাদিক। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। ও হ্যাঁ, প্লেনে সামনের সিটে বসেছিলেন তিনি। পানির বোতলের ছিপি খুলতে পারছিলেন না বলে তাকে সাহায্য করেছিল সে। মনে পড়ে গেল সব।

'সরি আন্টি, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল করিনি। অ্যানিওয়ে, আপনিও তো যাননি দেখছি!' বলল হাসান সাদিক।

মহিলা একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ হাসান সাদিকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে চেয়ে রইলেন নিচের দিকে।

হাসান সাদিক কিছুই বুঝতে পারল না। ভাবল—ভুল কিছু বলে ফেলল কি না!

এবার চশমাটা খুলে হাতে নিলেন মহিলা। চোখ ছলছল হয়ে উঠেছে তার।

হাসান সাদিক মহিলার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

চোখ মুছে মহিলা বললেন–'সরি বাবা, একটু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। আসলে তোমার বয়সি আমার একটা ছেলে ছিল; একদম তোমার মতো। হাসি দিলে তোমার মতো তারও গালে টোল পড়ত। নাকটাও ছিল তোমার নাকের মতো খাড়া। তোমার মাঝে যেন তার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেলাম।'

হাসান সাদিক এবার মহিলার দিকে ভিন্ন নজরে তাকাল। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। হাতে ইন্টারন্যাশনাল সাইন্স ম্যাগাজিনের লেটেস্ট ভার্সন, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। দেখলেই বোঝা যায়– বেশ আভিজাত পরিবারের কেউ হবেন। এমন একজন মহিলা তার কাছে এসে কেঁদে ফেলবেন, সেটা বেশ আশ্চর্যজনক।

হাসান সাদিক বলল– 'আপনার ছেলে কোথায়? কী করে?'

মহিলা বললেন– 'আমেরিকায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ত, কিন্তু গত বছর এক প্লেন দুর্ঘটনায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। আর কখনো আসবে না সে। এক বছর পর কবর... '

হাসান সাদিক বলল– 'সরি আন্টি, আমি মনে হয় আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম; ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'না না, তা কেন হবে বাবা! আসলে প্লেনে তোমাকে দেখেই ছেলের কথা মনে পড়ে গেল। আমি বোতলের ছিপি খুলতে পারতাম না। সে-ই খুলে দিত। প্লেনে কথা বলার সুযোগ ছিল না। চিন্তা করলাম, নেমেই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি। ইমেগ্রেশন ডেস্কের দিকে যাচ্ছিলাম। দেখলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই জাগার অপেক্ষায় ছিলাম। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে সবাই চলে যাচ্ছে, তাই তোমাকে জাগালাম। কিছু মনে করো না।' থামলেন তিনি।

'না না আন্টি, মনে করার কী আছে? আপনি জাগিয়ে না দিলেই; বরং ঝামেলায় পড়তাম। তা ছাড়া আপনি তো আমার মায়ের মতোই, তাই না!' বিনয়ের সঙ্গে বলল হাসান সাদিক।

'রোসায় কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।

'আপনাদের পুরো রোসাই তো টুরিস্ট প্লেস, তবে আমার ইচ্ছা উত্তর দিকে উলুয়াটের দিকে যাব।' একটু সতর্কভাবে উত্তর দিলো হাসান সাদিক।

কিছু বলতে চাইছিলেন মহিলা, কিন্তু উলুয়াটের কথা শুনতেই থেমে গেলেন। কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললেন– 'উত্তরের দিকে না গিয়ে বরং পশ্চিম অঞ্চলের দিকটায় ঘুরতে পারো। খারাপ লাগবে না আশা করি।'

'আমার এক বন্ধু গত বছর সেখানে ঘুরে গেছে। তার প্রসংশা শুনেই ওদিকটা যাওয়ার চিন্তা আরকি।' মহিলা উলুয়াট সম্পর্কে আর কতটুকু জানেন—সেটা যাচাই করার জন্য কথাটা বলল হাসান সাদিক।

কিন্তু ভদ্রমহিলা কোনো উত্তর না দিয়ে ব্যাগ খুললেন। একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে হাসান সাদিকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'বাবা যাও, ইমিগ্রেশনের কাজটা সেরে ফেলো। বাহিরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ইমিগ্রেশন শেষে আমিও চলে যাব। সুযোগ পেলে আমার বাসায় একবার এসো, খুশি হব।' মহিলা চলে গেলেন।